

## মহিউদ্দিন আহমদ : শুধু এক মে মাসে বাংলাদেশের ললাটে এতোগুলো কলঙ্কতিলক!

নিজামী-খালেদার জোট সরকারটি হয়তো ভেবেছিল, আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিলের 'ডেডলাইন' যখন পার করা গেছে, তখন নিরাপদ-নিশ্চিত্তেই অন্তত কয়েক সপ্তাহ তো কাটবে। তারপর বর্ষা-বাদলের দিনে আন্দোলন সংগ্রাম বাংলাদেশে অতীতেও তেমন কোনো জোশ পায়নি। বৃষ্টি, বাদল, ঝড়-তুফান, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের 'সিজনে' বিরোধী দলগুলো সরকার উৎখাতের আন্দোলন চাঙ্গা করতে পারবে না। তারপর অক্টোবর মাস আসলে 'উন্নয়নের জোয়ার'-এর ৩ বছর উদযাপনে পুরো মাসটিতেই ব্যস্ত রাখা যাবে। তারপর নভেম্বর, শীত 'সিজন' এবং আন্দোলনের 'সিজনের'ও শুরু। আগামী নভেম্বর, মানে আরো ৬ মাস। ২০ হাজার নিরপরাধ, নিরীহ মানুষজনকে গ্রেপ্তার করে আবদুল জলিলের 'আলটিমেটাম' যখন ঠেকানো গেছে, তখন আরো ৬ মাস মোটামুটি নিরাপদ, হয়তো এমনই একটি হিসাব কষেছিলেন মওদুদ-মান্নানরা।

জোট সরকার এপ্রিলে দেশে টিকে গেলো ঠিকই। কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ৩০ এপ্রিল-পরবর্তী এই মে মাসে বাংলাদেশের ললাটে জুটলো একের পর এক 'কলঙ্ক তিলক'। বস্তুত 'কলঙ্ক তিলক' পাওয়ার এই সর্বসাম্প্রতিক সিরিজটির শুরু গত ৩০ এপ্রিল। দেশে আবদুল জলিল ব্যর্থ হলেন, তাঁকে নিয়ে অনেক ঠাট্টামস্করা, উপহাস হলো। তাকে নিয়ে কতোগুলো নির্মম কার্টুনও ছাপা হলো দেশের বিভিন্ন পত্রিকায়। আবদুল জলিল চুপসে গেলেন, চুপসে গেলো আওয়ামী লীগও। আর আওয়ামী লীগ নেত্রী আবার, গত আড়াই বছরে, তাঁর ১৩ বা ১৪ নম্বর সফরে বিদেশে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন।

কিন্তু এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বসাম্প্রতিক 'কলঙ্ক তিলক' সিরিজের প্রথম তিলকটি লাগানো হলো; নিউইয়র্ক শহরের কুইনস কলেজ অফ ল

অডিটরিয়ামে 'সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক'-এর একটি অঙ্গশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই 'কুইন্স কলেজ অফ ল'। এই ল' কলেজেই বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর বর্তমান হালহকিকতের ওপর একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হলো। এই শুনানিটির ওপর আজ শনিবার ২৯ মে তারিখের দৈনিক 'সংবাদ'-এ 'বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা : যুক্তরাষ্ট্রে শুনানি' শিরোনামে যে খবরটি ছাপা হয়েছে, সেই খবরটি থেকে মাত্র দুটো প্যারাগ্রাফ নিচে উদ্ধৃত করছি : “দ্য ইউএস কমিশন ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম (ইউএসসিআইআরএফ) মার্কিন ফেডারেল সরকারের একটি নির্দলীয় সংস্থা। ১৯৯৮ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অ্যাক্ট-১৯৯৮ (আইআরএফএ)-এর আওতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি 'মনিটর' করে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কংগ্রেসম্যানদের সেসব বিষয়ে সঠিক তথ্য দিয়ে অবহিত করে। বাংলাদেশের উপর শুনানির অনুষ্ঠানের শুরুতে কংগ্রেসম্যান যোসেফ ক্রাউলি উপস্থিত সবাইকে তার স্বাগত বক্তৃতায় বলেন, তিনি গত জানুয়ারিতে ঢাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে তার গভীর উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নিজেই আহমদিয়াদের সঙ্গে আলাপ করেছেন; হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন; কয়েকটি বিশিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত স্থান পরিদর্শনও করেছেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে সকল ধর্মের স্বাধীনতা থাকলে এ ধরনের ধর্মীয় নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটতো না। আর তাছাড়া সরকারের মদদে এসব ঘটনা না ঘটলে যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সেসব দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেয়নি কেন? তিনি বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানান, যেন সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেন।”

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ওপর আর একটিবারমাত্র এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হয়েছিল; এরশাদ আমলে। সেই শুনানিটি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন পরিষদ, 'হাউস অব

রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি আছে তার কয়েকটি সাবকমিটির একটি হচ্ছে শুধু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য। এই সাবকমিটি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এমন কয়েকটি দক্ষিণএশীয় দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক 'মনিটর' করে। এসব দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে, সেসব সাহায্য-সহযোগিতার টাকা-পয়সা ঠিকমতো খরচ হচ্ছে কিনা তার ওপর নজরদারিও করে এই সাবকমিটি।

এরশাদ আমলের শেষদিকে খুব সম্ভব ১৯৮৮তে এই সাবকমিটিতে একটি 'হিয়ারিং' হয়েছিল। এই সাবকমিটির তখন চেয়ারম্যান ছিলেন কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলার্জ। নিউইয়র্ক শহরের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসম্যান এই স্টিফেন সোলার্জ সাহেব এরশাদ আমলে কয়েকবারই বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। প্রতিটি সফরে তিনি দেখা করতেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে।

এরশাদ আমলে বিপুল, বিশাল পরিমাণের বিভিন্ন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি কারণে সোলার্জ সাহেব বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি জানতে একটি প্রকাশ্য শুনানির আয়োজন করেছিলেন ওয়াশিংটন শহরের 'ক্যাপিটল হিল'-এ; যেখানে মার্কিন 'সিনেট' এবং 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস' অবস্থিত। তিন-চার ঘণ্টার এই প্রকাশ্য শুনানিতে চার-পাঁচজন বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এদের মধ্যে দুতিনজন বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ মার্কিন নাগরিক ছিলেন। এদের একজনের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, ক্রেইগ ব্যাক্সটার (ঈংধরম ইধীঃবৎ) ভারত এবং বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাসে ব্যাক্সটার সাহেব দীর্ঘদিন কাজ করেছিলেন। তাই এই অঞ্চলের দেশগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে মুহিত সাহেবের নাম মনে পড়ছে। জনাব এ

এম এ মুহিত এরশাদ সরকারের প্রথমদিকে এরশাদের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। পরে তিনি পদত্যাগ করলে, মুহিত সাহেবের ওপর এরশাদ নানা রকমের জুলুম চালাতে থাকেন। বাধ্য হয়েই দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নেন মুহিত সাহেব। পরে এরশাদবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই সুবাদে মুহিত সাহেবও তখন সোলার্জ কমিটির শুনানিতে সাক্ষ্য দেন এবং এরশাদ সাহেবের বিভিন্ন অপকর্মের তালিকা তুলে ধরেন।

নিউইয়র্ক শহরের 'কুইনস কলেজ অফ ল'তে অনুষ্ঠিত শুনানিটিতেও বাংলাদেশের চারজন বিশিষ্ট মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছেন। এরা হচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাজিয়া আখতার বানু, এনজিও সংগঠন প্রিপ ট্রাস্টের প্রধান এবং শহীদ ধীরেন দত্তের নাতনী আরোমা দত্ত, সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং গত কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান লতিফুর রহমান এবং আর একটি এনজিও 'হটলাইন'-এর প্রধান [রজালিন কস্তা](#) (মুক্ত-মনা সদস্য)। লক্ষ্য করুন যে, এই তালিকায় বৌদ্ধধর্ম ছাড়া বাংলাদেশের আর তিনটি প্রধান ধর্মের প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

প্রফেসর রাজিয়া আখতার বানু এবং বিচারপতি লতিফুর রহমান জোট সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এই শুনানিতে; প্রবলভাবেই। লতিফুর রহমানের বক্তব্যের সময়ে দর্শক গ্যালারি থেকে প্রতিবাদ আসতে থাকে। কয়েক মিনিটের জন্য তাই শুনানিও স্থগিত করতে হয়। ২০০১ সালের পহেলা অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পরপরই, সংখ্যালঘুদের ওপর দেশব্যাপী যে ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসে, তার ওপর লতিফুর রহমানকে বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম কমিশনের সদস্যরা। লতিফুর রহমান প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে এবং অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলতে থাকলে তখন তাঁকে গ্যালারি থেকে দুয়ো দেওয়া হতে থাকে।

এই কমিশনের সামনে একজন মাত্র বিদেশী সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে নিরপেক্ষ সাক্ষী। এই বিদেশীর নাম

আব্বাস ফয়েজ। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর বাংলাদেশ বিভাগের প্রধান। ইরানের নাগরিক, ধর্মবিশ্বাসে একজন মুসলমান, আব্বাস ফয়েজ বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি 'মনিটর' করছেন। প্রতি বছর অন্তত একবার তিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন। নিরবে আসেন তিনি। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষজনের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘুর মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর তথ্য জোগাড় করেন। জোগাড় করেন অন্যান্য সোর্স থেকেও। আব্বাস ফয়েজ নিউইয়র্কে গত ৩০ এপ্রিলের শুনানিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বর্তমান মানবাধিকার সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পুরো 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর উদ্বেগ আব্বাস প্রকাশিত হয়েছে মাত্র গত সপ্তাহে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর বার্ষিক রিপোর্টে।

এই প্রসঙ্গে, এখানে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ জরুরি মনে করি। 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' দুনিয়ার শীর্ষতম, এক নম্বর বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন। বলা যায়, দুনিয়াতে মানবাধিকারের ওপর এক নম্বর এনজিও। কোনো সরকারের কাছ থেকে অ্যামনেস্টি কোনো টাকা পয়সা সাহায্য নেয় না। টাকা-পয়সা সাহায্য নিলে, সেই সরকারের কাছে কোনো না কোনোভাবে দায়বদ্ধ হয়ে পড়তে হতে পারে, এই আশঙ্কাতেই অ্যামনেস্টি কঠোরভাবে পালন করে এই নীতি।

বিশ্বে মানবাধিকার রক্ষায় সদা সোচ্চার, সদা সক্রিয় 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' ২৫-৩০ বছর আগে নোবেল পুরস্কারেও নন্দিত হয়েছে। 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' নীতিগতভাবেই যেকোনো মৃত্যুদণ্ডদেশের বিরুদ্ধে। কোনো দেশে কোনো মৃত্যুদণ্ডদেশ কার্যকর করার প্রস্তুতির খবর শুনলেই 'অ্যামনেস্টি' সেই দেশের সরকারের কাছে মৃত্যুদণ্ডদেশ কমিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি আবেদন রুটিনমাসিকই জানাবে। সারা দুনিয়াতেও 'অ্যামনেস্টি' আইন করে মৃত্যুদণ্ডদেশ রহিত করার জন্য একটি 'ক্যাম্পেইন' চালাচ্ছে।

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর শীর্ষ নির্বাহী হচ্ছেন এর সেক্রেটারি



জেনারেল। বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল হচ্ছেন একজন বাঙালি, বাংলাদেশী। আইরিন খান তার নাম। বাড়ি সিলেটে। আইরিন খান তারেক রহমানের স্ত্রীর আপন চাচাতো বা জেঠাতো বোন। তারেক রহমানের শ্বশুর মরহুম এডমিরাল এম এ খান এবং আইরিন খানের বাবা আপন ভাই। সিলেটি আনোয়ার চৌধুরী বাংলাদেশের গৌরব। সিলেটি আইরিন খানও আমাদের গর্ব।

দুই.

আব্বাস ফয়েজ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের বর্তমান অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্কে। সারা বিশ্বে প্রচারিত 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'-এর বার্ষিক রিপোর্টে বাংলাদেশকে আবারো মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘনকারী দেশগুলোর একটি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশিকার কাজী ফারুকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেও 'অ্যামনেস্টি' বিবৃতি দিয়েছে। মাত্র এক মাসে বাংলাদেশ তিন তিনবার অ্যামনেস্টির রিপোর্টে। বস্তুত গত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই সংখ্যালঘুদের উপর যে ব্যাপক নির্যাতন চলছে, তার প্রতিবাদে এই গত আড়াই বছরে 'অ্যামনেস্টি' অনেকবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সাধারণ নির্বাচনের দুই-তিন মাস পর আইরিন খান যখন ব্যক্তিগত-কাম-সরকারি সফরে বাংলাদেশে আসেন, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা করে তখনো 'অ্যামনেস্টির' এবং তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি ঘটছে না বলেই তো এখন নিউইয়র্কে প্রকাশ্য শুনানি হচ্ছে। নিউইয়র্কে শুনানির মাত্র তিন সপ্তাহের পর বাংলাদেশ সফরে এসে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা ঢাকার বখশীবাজারে আহমদিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের সদর দপ্তর দেখতে যান। 'বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ' এমন একটি গলাবাজিসর্বদ্বন্দ্ব স্লোগান দিতে দিতে সরকারের নেতামন্ত্রী আর তাদের 'টেবল'দের যেখানে মুখে ফেনা উঠে আসছে, সেখানে ক্রিস্টিনা রোকাকার বখশীবাজারে আহমদিয়াদের এই মসজিদে গমন জোট সরকারের এসব নেতামন্ত্রীদের মুখে সাংঘাতিক একটি 'চড়'। তারপর ক্রিস্টিনা রোকা বাংলাদেশে তার তিন দিনের সফরকালের বিভিন্ন সময়ে এবং যাওয়ার ঠিক আগে, এক প্রকাশ্য সংবাদ

সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের বিপর্যস্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবারো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারপরও কোনো উন্নতি নেই। আজ শনিবারের ভোরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম শিরোনামটিই হচ্ছে 'কাদিয়ানি মসজিদের নাম পাল্টে উপাসনালয় করে দিলো পুলিশ।' চার কলামে, লাল লাল হরফের এই শিরোনামের নিচে ছোট হেডিং 'চট্টগ্রামে অঘোষিত কার্য্য। পুলিশ প্রহরায় খতমে নবুয়তের জঙ্গি মিছিল'। শনিবারের প্রথম আলোতেও এই একই খবর দ্বিতীয় শিরোনাম হিসেবে ছাপা হয়েছে। শিরোনামটি হচ্ছে, 'চট্টগ্রামে খতমে নবুয়তের লাঠি, হকিস্টিক হাতে জঙ্গি মিছিল'। তারপর ছোট হরফে একটি সাবহেডিং, 'আহমদিয়া মসজিদের সাইনবোর্ড পাল্টে দিলো পুলিশ।' প্রথম আলোতে একটি বড়ো ছবিও আছে খবরের সঙ্গে। পাশে তিন কলাম এবং উচ্চতায় ৬ ইঞ্চির এই রঙিন ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন পুলিশ একটি উঁচু টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে একটি নতুন সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিচ্ছে। পাশে নিচে দাঁড়িয়ে আর একজন পুলিশ, তার মাথাটিই শুধু পেছনের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, হাত তুলে সাইনবোর্ড লাগানো তদারকি করছেন সরকারের এই পুলিশ। এই ছবিটি আর কোনো পত্রিকায় দেখলাম না। আহমদিয়াদের নির্যাতনের সঙ্গে সরকারি সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্য এই একটি ছবিই যথেষ্ট।

নিউইয়র্কে যে শুনানিটি হয়েছে, তার আয়োজক ছিল 'ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম কমিশন' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পাস হওয়া একটি সাইনের দ্বারা এই কমিশনটি প্রতিষ্ঠিত। এই কমিশনের সদস্যদের বলা হয় কমিশনার। কমিশনে মোট কয়জন কমিশনার থাকবেন, তা দৈনিক সংবাদ-এর আলোচ্য প্রতিবেদনে দেখলাম না। তবে বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর এই শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ফেলিস ডি জায়ের, কমিশনার প্রীতা বনসাল এবং কমিশনার পাতি চ্যাং। মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশের পক্ষে কথাবার্তা বলার জন্য মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের নিয়ে গঠিত গ্রুপটিকে বলা হয় 'বাংলাদেশ ককাস'। এই ককাসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হচ্ছেন, কংগ্রেসম্যান জোসেফ ব্রাউলি। এরশাদ আমলের কংগ্রেসম্যান সোলার্জের মতোই কংগ্রেসম্যান ব্রাউলিও বাংলাদেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন সাংসদ। ১৯৯২-এর নির্বাচনে

কংগ্রেসম্যান সোলার্জ নির্বাচিত হতে পারেননি। এখন তিনি কোথায় জানি না। তবে একনিষ্ঠ বাংলাদেশ প্রেমিক ছিলেন কংগ্রেসম্যান সোলার্জ। এখন এমন একজন বাংলাদেশ প্রেমিক হচ্ছেন কংগ্রেসম্যান ক্রাউলি। এখন সেই ক্রাউলি সাহেবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। উদ্বেগ প্রকাশ করছেন ক্রিস্টিনা রোকা। সর্বশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এক সাবেক কংগ্রেসম্যান বেঞ্জামিন গ্রিনম্যান গত সপ্তাহে বাংলাদেশে তার তিনদিনের বাংলাদেশ সফর শেষে। রিলিজিয়াস ফ্রিডম কমিশনে শুনানির পর এখন কি তাহলে, মার্কিন কংগ্রেসের সাবকমিটিতে আবার একটি শুনানি হবে? যেমন হয়েছিল এরশাদ আমলে সোলার্জ কমিটিতে? দেশের প্রায় সব ক্ষেত্রে অবস্থার তো দ্রুত অবনতি ঘটেছে। এখন তাই আশঙ্কা হচ্ছে, জোট সরকার দ্রুত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না নিলে এমন একটি শুনানিও হতে পারে।

তিন.

এই এক মে মাসেই কলঙ্ক তিলকগুলোর তালিকা দেখুন। মাসের ৮, ৯ ও ১০ তারিখে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের বার্ষিক সভাটি। তিন দিনের এই সভাতে আমাদের 'মুখরা' দাপটশালী মন্ত্রীদের বেশ কয়েকজন, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবানবন্দি দিলেন এক একজন করে। বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল প্যাটেল অন্য দাতাদেশ ও সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে এসব মন্ত্রীর আমলনামা দেখলেন। কোনো কোনোটি দেখে বললেন, পাস করেছে। আর কোনো কোনোটি দেখে বললেন, পাস করোনি। আগামী বছরও যদি পাস না করো, তাহলে খবর আছে। বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মানবাধিকারের ব্যাপক লঙ্ঘন এসবের ওপর প্রকাশ্যে এই তিনদিনে কয়েকবারই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রফুল প্যাটেল। প্রফুল প্যাটেল যখন এই সভার জন্য ঢাকায় এসেছেন, তখন হত্যা করা হলো আহসানউল্লাহ মাস্টার এমপিকে টঙ্গীতে। এমন জনপ্রিয় একজন সংসদ সদস্য। সরকারের নেতা মন্ত্রীদের কয়েকজন বললেন, আওয়ামী লীগই এটি ঘটিয়েছে। প্রফুল প্যাটেল আবার চড় মারলেন তাদের গালে। বললেন, আমরা বিশ্বাস করি না তোমাদের কথা। তারপর বাংলাদেশ সফরে এলেন ক্রিস্টিনা রোকা, মে মাসের তৃতীয়



সপ্তাহের শেষ দিকে। তিন দিনের সফরে এসে তিনিও কড়া কড়া কিছু কথা প্রকাশ্যেই শুনিয়ে দিলেন আমাদের নেতা মন্ত্রীদেব। বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে কোনো সম্পৃক্ততা আছে কিনা এবং আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে এতো আক্রোশ কেন, জানতে খ্রিস্টিনা রোকা সোজা চলে গেলেন জামাতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর অফিসে, বখশীবাজার থেকেই। তালেবান সন্ত্রাসীদের দুনিয়া থেকে নির্মূলে, উৎখাতে যে মার্কিন সরকার এমন অঙ্গীকারাবদ্ধ, সেই সরকারের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী খ্রিস্টিনা রোকা মুখোমুখি হলেন নিজামীর!! মানে, খ্রিস্টিনা রোকা বার্তা দিলেন নিজামীদের তোমরা আমাদের 'ওয়াচ লিস্টে' আছো কখন কোথায় কি বলছো কি করছো, এখন থেকে আরো কড়াভাবেই তোমাদের 'ওয়াচ' করা হবে। খ্রিস্টিনা রোকা যেদিন সকালে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেন, সেদিন বিকালে আর এক খ্রিস্টিনা, এইবার বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি, খ্রিস্টিনা ওয়ালিক শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ধানমন্ডির সুধা সদনে। শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষে খ্রিস্টিনা ওয়ালিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের কাছে আবারও প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

তারপর 'অ্যামনেস্টি'র বার্ষিক প্রতিবেদন; উদ্বেগ আর আশঙ্কা। তারপর দেখছি 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট'-এর একটি রিপোর্ট সারা দুনিয়ার সাংবাদিকদের বিশ্ব স্বীকৃত অধিকার ও স্বার্থ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব। 'কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট' তার সর্বশেষ এই রিপোর্টে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের দুই সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করেছে, গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই দুজনের উপর কেমন নির্যাতন চালিয়েছে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন ছাত্রদলের ক্যাডাররা। এর আগে গত মার্চ মাসে, নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত এক রিপোর্টে এই সংগঠনটি বাংলাদেশকে এশিয়ার মধ্যে সাংবাদিকদের জন্য সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

মাত্র গত বৃহস্পতিবার ২৭ মে দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান তাঁর নিজ নামে তাঁর পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছেন, 'বাংলাদেশ কি একটি অকার্যকর রাষ্ট্র?' এই

শিরোনামে। আজ শনিবার দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় 'কলঙ্ক তিলক ব্যর্থ রাষ্ট্র' শিরোনামের সিরিজ প্রতিবেদনের প্রথম কিস্তি ছাপা হয়েছে। গত মাসের ১২ তারিখে দুনিয়ার সবচাইতে বেশি প্রচার সংখ্যা বিশিষ্ট 'মশহুর' ইংরেজি সাপ্তাহিক 'টাইম' ছেপেছেতুঝঃধঃব ড়ভ ফরংমৎধপঝ় শিরোনামের প্রতিবেদন।

দুবছর ৮ মাস আগে নিজামী-খালেদার নেতৃত্বে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম কি দ্বিতীয় মাসেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এশীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে একান্ত দলীয় সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে নতুন জোট সরকার ক্ষমতার দস্তে তখনকার ফুটবল ফেডারেশন কমিটিকে বরখাস্ত করেছিল একটি সরকারি আদেশ দিয়ে; অবৈধ, অন্যায়ভাবে। জোট সরকার তখন মারফ চাইতে বাধ্য হয়। দুই তিন মাস পর এশীয় ফুটবল ফেডারেশন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে সদস্যপদ ফিরিয়ে দেয়।

সংখ্যালঘুদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন দিয়ে জোট সরকার শুরু করেছিল। আর নিন্দা, ঘৃণা কলঙ্ক তিলকও আসতে থাকলো দেশ-বিদেশ থেকে। আগে মাসে একবার, দুইবার আসতো। এখন দেখছি প্রতিমাসের প্রতি সপ্তাহেই আসছে। কখনো কখনো আরো বেশি হারে। এই যেমন এই মে মাসে।

এমন চলতে থাকলে, সাইফুর রহমান, মান্নান ভুঁইয়া, মওদুদ আহমেদদের বাগাড়ম্বর, হুমকি-ধামকি, হালুম-হুলুম কতোদিন বাঁচাবে এই জালেম জোট সরকারকে?

ঢাকা, শনিবার, ২৯ মে, ২০০৮

মহিউদ্দিন আহমদ : সাবেক সচিব, কলামিস্ট।